VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063
Topic- **বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদন দত্ত**
Course Title: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনিশ শতক)
Paper- 3
Module-1
Semester- 2
Name of the Teacher- Prof. SUBRATA SAMANTA
Name of the Department- Bengali

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্ত মাত্র সাত বৎসর সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে যেন প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব মূলত নাট্যকাররূপেই। মধুসূদনের পূর্বে যারা নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও তাদের নাট্য রসবোধ তেমন উন্নত ছিল না তাই তাঁদের নাটক ছিল নিম্নমানের।নাটকের এই দুর্দশায় মধুসূদন ব্যথিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন-" অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"
কলকাতার পুলিশকোর্টে দোভাষী হিসেবে মধুসূদন যখন চাকরি করছেন, তখন কলকাতায় নাটকাভিনয় জমে উঠেছে। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে নাটক অভিনয় হত। 1858 সালে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অভিনয়ের সময় মধুসূদন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এরপর তিনি নিজেই বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। 1859 সালে শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যকার হিসেবে আবির্ভাব ঘটল।

তাঁর নাটক ও প্রহসনগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে-

পৌরাণিক: শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী(1860)
ঐতিহাসিক: কৃষ্ণকুমারী(1861)
প্রহসন: একেই কি বলে সভ্যতা(1860), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (1860)

শর্মিষ্ঠা নাটকটি মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির উপাখ্যান থেকে এই নাটকের কাহিনী গৃহীত। এই নাটকে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিকে আদর্শ ভারতীয় নারীচরিত্র রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে কালিদাসের শকুন্তলা নাটক থেকে আদর্শ এবং বক্তব্য ভঙ্গিমা গ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য রীতিকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত হবার পর সংস্কৃত রীতিতে রচিত নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

'পদ্মাবতী' তাঁর রচিত একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাটক তবে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পুরাণের কাহিনী পদ্মাবতী নাটকে অনুসৃত হয়নি। গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে তিনি বাংলাদেশের উপযুক্ত করে ভারতীয় আদর্শের ছাঁচে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। গ্রীক কাহিনীর প্যারিস হেলেনকে এখানে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী তে পরিণত। সেখানে সোনার আপেল নিয়ে বিরোধ, পদ্মাবতী নাটকে স্বর্ণ পদ্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব। শর্মিষ্ঠা নাটকের তুলনায় পদ্মাবতীর ভাষা ও নাটকীয়তা অনেকটাই সহজ এবং স্বাভাবিক।

এরপর 1861 সালে মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। এই নাটকের ঘটনা ANNALS AND ANTIQUITIES OF RAJASTHAN থেকে গৃহীত। ইতিহাসের আংশিক কাহিনী নিয়ে রচিত বলেই এই কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এখানে রাণা ভীমসিংহের কন্যা কুমারী কৃষ্ণার আত্মহত্যা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মরুদেশের মানসিংহ এবং জয়পুরের জগৎসিংহ এই দুই রাজা কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী ছিলেন এবং

কৃষ্ণাকে না পেলে উদয়পুর ধ্বংস করবেন বলে হুমকি দেন। এই সংবাদে ভীমসিংহ দেশরক্ষা না কন্যাকে বাঁচানো- এই দ্বন্দ্বে বিচলিত ছিলেন, তখন কৃষ্ণা আত্মহত্যা করে সকল সমস্যার সমাধান করলেন।
এই দুর্ঘটনায় ভীমসিংহ উন্মাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন। অত্যন্ত মর্মন্তুদ গ্রীক নাটক ইফিগেনিয়া নাটকের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারী নাটকের সাদৃশ্য আছে। মধুসূদন পুরাণ ছেড়ে ইতিহাসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এখানেই তাঁর নাট্যশক্তি পরিপক্কতা লাভ করল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদন দত্তের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন হলো 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এ খানে সমাজের দুটি শ্রেণীকে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পরবর্তী কালের সকল প্রহসন মধুসূদনের প্রহসন দুটির অনুসরণে রচিত হয়েছে। মধুসূদনের পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন অবশ্য ব্যঙ্গ প্রধান সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু তা প্রচারের উদ্দেশ্য প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদন যা রচনা করলেন সেখানে দেখানো হয়েছে প্রহসনের মূল প্রকৃতি চারিত্রিক অসঙ্গতির মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। তাঁর এই দুটি প্রহসনের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমকালীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিপ্রিয় ইয়ং বেঙ্গল দলের চারিত্রিক স্খলন এবং উচ্ছৃঙ্খলতা চিত্রিত হয়েছে, অপরদিকে প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের অধর্মচারী ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামী ও চরিত্রহীনতা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত। একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিমানি এবং যথেচ্ছাচারী যুব সম্প্রদায়ের উশৃংখলতা এবং বিকৃতি গভীর বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। যে ইয়ংবেঙ্গল কে এই প্রহসনে বিদ্রূপ করা হয়েছে, মধুসূদন নিজেই ছিলেন তার অন্যতম। তাই বলা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে তার সহায়ক হয়েছে। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটিতে হিন্দু সমাজের অধর্ম ভন্ড বৈষ্ণব জমিদার ভক্ত প্রসাদের লাম্পট্যবৃত্তি চিত্রিত হয়েছে। হানিফের স্ত্রী ফাতেমার প্রতি তার অসঙ্গত আসক্তি এবং পরিণতি স্বরূপ হানিফ ও বাচস্পতির হাতে লাঞ্ছিত হওয়া এই প্রহসনের মূল কাহিনী।

1874 সালে রূপকথার আধার 'মায়াকানন' নামে একটি বিয়োগান্ত কাল্পনিক নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে অবসিত মধু প্রতিভার ম্লান ছায়া ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। অপর একটি নাটক 'বিষ না ধনুর্গুণ' লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তা সমাপ্ত হবার পূর্বেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে সুগভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি বাংলা কাব্যে এবং নাটকে এক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। মহাকবি রূপে সমধিক খ্যাতিমান হলেও তিনি আগে নাট্যকার, পরে কবি। নাট্যক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। মধুসূদনের দুটি প্রহসন যেন আজও প্রহসন রচনার আদর্শ, পরবর্তীকালে বহু প্রহসন এই দুটি প্রহসনের ছাঁচে গড়ে উঠেছে এবং বহু চরিত্র এই দুটি প্রহসনের চরিত্রের ছাঁচে রূপায়িত হয়েছে, মধুসূদন দত্তের গৌরব এই যে উত্তরকালের অনুকৃত রচনাগুলি এই দুই প্রহসনকে অতিক্রম করতে পারেনি।